



# কুরআন সূন্যাহের আলোকে মুসলমানদের পোশাক ও পর্দা

জুবায়ের বিন আব্দুল কুদ্দুছ  
জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া ললালবাগ, ঢাকা



### সম্পাদক

মাওলানা ফরিদ আহমদ সাহেব দা.বা.

মুহাদ্দিস: জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ ঢাকা।

ইমাম ও খতীব তালগাছ জামে মসজিদ,

খাজে দেওয়ান, চকবাজার, ঢাকা

### পুনঃনিরীক্ষণ

মাওলানা মুহাম্মাদ তকিউদ্দীন

শিক্ষক: জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ,

ঢাকা

আমাদের ফেইসবুক পেইজে যুক্ত হতে ক্লিক করুন

➡ [www.facebook.com/dawatussunnahbd](http://www.facebook.com/dawatussunnahbd)

ইউটিউবে বয়ানটি শুনতে এখানে ক্লিক করুন

- [মুসলমানদের পোশাক -০১](#)
- [মুসলমানদের পোশাক -০২](#)

### প্রকাশনা:

দাওয়াতুস সুন্নাহ প্রকাশনী

লালবাগ, ঢাকা- ১২১১

মোবাইল – ০১৯১৭৭৩৯১০৩

Musolmander Poshak O Porda, Published by : Maktabatus Sunnah Prokashoni. Last  
Edition: 17 June 2022.

## সূচীপত্র

পোশাকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.....	৪
পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা.....	৫
পোশাকের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা.....	৫
পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহর সতর্কবাণী.....	৫
প্রথম ফরজ ও প্রথম হামলা.....	৬
ইসলামে লেবাস পোশাক.....	৬
[এক] পোশাক সতর ঢাকার যোগ্য হওয়া .....	৭
পুরুষের সতর.....	৭
নারীর সতর.....	৭
মাহরাম এবং যাদের সাথে সাক্ষাত জায়েজ.....	৭
যে পোশাক সতর ঢাকতে অক্ষম.....	০৮
এ ধরনের পোশাকধারীরা উলঙ্গ.....	০৮
[দুই] বেশ ভূষায় সাজ-সজ্জা ও শোভা অর্জন.....	০৮
[তিন] পোশাকে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য না হওয়া.....	০৯
[চার] পোশাক পরিধানে অহংকার না থাকা.....	০৯
[পাঁচ] পুরুষের পোশাক টাখনুর নিচে না হওয়া.....	০৯
[ছয়] নারী পুরুষ একে অন্যের পোশাক পরিধান না করা.....	০৯
[সাত] পুরুষের পোশাক রেশমী না হওয়া.....	১০
[আট] পুরুষের পোশাক নিষিদ্ধ রঙের না হওয়া.....	১০
পর্দার প্রয়োজনীয়তা.....	১১
নারী-পুরুষের পর্দা.....	১১
পর্দা সতীত্ব রক্ষার হাতিয়ার.....	১১
নারী সাহাবাদের আমল.....	১২
শরম ও লজ্জাশীলতা.....	১৩
অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার শাস্তি.....	১৩
পুরুষের পর্দা.....	১৪
দয়াময় আল্লাহ তাআলার ঘোষণা.....	১৪
পোশাক স্বাধীনতা নয়, বরং ইবাদত.....	১৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

## পোশাকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

লেবাস পোশাক আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত। এর দ্বারা তিনি মানুষকে সকল জীবজন্তু থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখাকে ফরজ ইবাদত সাব্যস্ত করেছেন। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই লেবাস পোশাক ও পর্দার ব্যাপারে পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে। জান্নাত প্রত্যাশী প্রতিটি মুসলমানের জন্য তা মেনে চলা আবশ্যিক। বর্তমানে লেবাস পোশাক এবং পর্দার ক্ষেত্রে ফ্যাশনের নামে ইসলামী বিধানকে

উপেক্ষা করে সর্বত্রই চলছে বিজাতীয় অনুসরণ-অনুকরণ। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশ আল্লাহর গজবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

তাই আসুন! বিজাতীয় নির্লজ্জ ফ্যাশনের নামে অশ্লীলতা ও নগ্নতা পরিহার করে নবী করীম সা. এর শান্তিময়, কল্যাণকর সুন্যাহের অনুসরণ করি। তাহলে ইনশাআল্লাহ! ফিরে আসবে শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা। সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতামুক্ত একটি সভ্য সমাজ।

মনে রাখতে হবে ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে কোন নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পরিধানে বাধ্য করেনি। আবার একেবারে

স্বাধীনভাবেও ছেড়ে দেয়নি। তবে ৮টি মূলনীতি বর্ণনা করে দিয়েছে। যে সকল পোশাক পূর্ণাঙ্গভাবে এ মূলনীতি অনুযায়ী হবে, তা ইসলামী পোশাক এবং আখেরাতে মুক্তির কারণ হবে। অন্যথায় তা অনৈসলামী এবং জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

তাই মুসলিম ভাই বোনদের নিকট লেবাস পোশাক এবং পর্দা বিষয়ক মূলনীতিগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

**পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা**

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي  
سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ -



হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করেছি, তোমাদের শরীরের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং সাজ-সজ্জা গ্রহণের জন্য। বস্ত্রত তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।

(আরাফ-২৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা শুধু ঈমানদারকে নয়; বরং তাঁর সৃষ্টি সকল আদম সন্তানদেরকেই সম্বোধন করে এ কথাগুলো বলেছেন। যার কারণে হযরত আদম আ. এর যুগ থেকেই সতর ঢেকে রাখার বিষয়টি মানবীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চলে আসছে। আর এটিকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

## পোশাকের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

বর্ণিত আয়াতে পোশাকের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

**[এক]** শরীরের যে অংশ প্রকাশ করা দৃষণীয় তা ঢেকে রাখা।

**[দুই]** সাজ-সজ্জা ও শোভা অর্জন করা। এ দু'টি কাজের দ্বারা আসল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হল;

**[তিন]** তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি অর্জন করা।

## পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহর সতর্কবাণী

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ  
اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يٰۤنَزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  
لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا اِنَّهٗ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ  
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ  
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিৎনায় না ফেলতে



পারে। যেভাবে সে তোমাদের পিতা মাতাকে (ফিৎনায় ফেলে) জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। আর আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

(সূরা আরাফ-২৭)

### প্রথম ফরজ ও প্রথম হামলা

ঈমানের পর মানুষের উপর সর্বপ্রথম ফরজ হচ্ছে সতর ঢাকা। মানুষের চির শত্রু শয়তান এ ফরজের উপর সর্বপ্রথম হামলা করেছে। অর্থাৎ হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ. কে বিবস্ত্র করে জান্নাত থেকে বের করেছে। আজও শয়তান এবং

তার শিষ্যরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ফ্যাশনের নামে অর্ধনগ্ন করে পথে নামাচ্ছে। যার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে গুনাহের এক অশ্লীল এবং গর্হিত পরিবেশ।

### ইসলামে লেবাস পোশাক

ইসলাম স্বভাবজাত এবং বিশ্বজনীন ধর্ম। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী গড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এ ধর্ম চলতে থাকবে। স্থান ও কালের বিবর্তনে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটবে। তাই ইসলাম বিশ্ববাসীকে নির্দিষ্ট ধরনের কোন পোশাক পরিধানে বাধ্য করেনি; বরং পোশাকের ব্যাপারে কিছু মূলনীতি দিয়েছে। সে মূলনীতিগুলো হলো;

**[এক]** পোশাক সতর ঢাকার যোগ্য হওয়া

(সূরা আরাফ, আয়াত নং ২৬)

নারী পুরুষের শরীরের যে অংশ প্রকাশ করা  
গুনাহ তাকে সতর বলে।

**পুরুষের সতর:** পুরুষের সতর সম্পর্কে  
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْرَتُ  
الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ

[এক] রাসূল সা. ইরশাদ করেন, পুরুষের  
সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাট পর্যন্ত।

(দারা কুতনী-১/২৩০)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল  
সা. হযরত আলী রা. কে বলেন, **يَا عَلِيُّ،  
لَا تَكْشِفْ فَخْذَكَ، وَلَا تَنْتَظِرْ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ  
وَلَا مَيِّتٍ**

[দুই] হে আলী! তোমার রান (উরু) খুলে  
রেখো না। আর জীবিত ও মৃত কারো  
রানের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না।

(আবু দাউদ, হা. নং ৪০১৬)

নারীর সতর: নারীদের সতরের তিনটি স্তর ।

[এক] “নারীর সামনে নারীর সতর” তা হচ্ছে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত । একজন নারী অন্য নারীর সামনে বিনা প্রয়োজনে কিছুতেই এই অংশটুকু প্রকাশ করতে পারবে না ।

(হেদায়া ২/৪৪৫, বাহরুর রায়েক ৯/৩৫৪)

[দুই] “মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর সতর” তা হচ্ছে নারীর মাথা, চুল, গলা, পা, পায়ের গোছা, হাত, বাহু এবং ঘাড় ছাড়া পূর্ণ শরীর । শরীরের এ অংশগুলো ছাড়া অন্য কোন অংশ মাহরাম পুরুষের সামনেও খোলা রাখতে পারবে না ।

(সুরা নূর, আয়াত নং ৩১, হেদায়া ২/৪৪৫)

**[তিন]** “পরপুরুষের সামনে নারীর সতর পূর্ণ শরীর” মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীরা নিজেদের চেহারা, হাত-পাসহ শরীরের কোন অংশই পরপুরুষকে দেখাতে পারবে না। এমনটি করা কবীরাহ গুনাহ। এটাকে হিজাব বা পর্দা বলা হয়।

(সুরা নূর, আয়াত নং ৩১, সুরা আহযাব  
আয়াত নং ৫৯, ৬০)

সুরা নূরের ৩১ নং আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে যদি নারীর চেহারা বা হাত খুলতে হয় তাহলে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে।

কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে।

যেমনটি সুরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

[তাফসীরে তাওযীহুল করআন ২/৪২৯]  
মাহরাম এবং যাদের সাথে সাক্ষাৎ জায়েজ  
মাহরাম বলা হয় যাদের সাথে চিরকালের  
জন্য বিবাহ হারাম। তাই তাদের সাথে  
দেখা-সাক্ষাৎ, চলা-ফেরা সম্পূর্ণ জায়েজ।  
তাদের সংখ্যা ১৪ জন। যেমন:

**ছেলের জন্য-**

১. আপন মা।
২. আপন নানী।
৩. আপন দাদী।
৪. আপন মেয়ে।
৫. আপন বোন।
৬. আপন ফুফু।
৭. আপন খালা।
৮. আপন ভাতিজী।



৯. আপন ভাগিনী ।

১০. দুধ মা ।

১১. দুধ বোন ।

১২. শাশুড়ী ।

১৩. সৎ মেয়ে ।

১৪. আপন ছেলের বৌ । এছাড়াও যাদের  
সাথে সাক্ষাৎ জায়েজ-

১৫. সকল পুরুষ ।

১৬. যৌন কামনামুক্ত নারী ।

১৭. অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ।

**মেয়ের জন্য-**

১. আপন বাবা ।

২. আপন দাদা ।

৩. আপন নানা ।

৪. আপন ভাই ।

৫. আপন ছেলে ।

৬. আপন চাচা ।

৭. আপন মামা ।
৮. আপন ভাতিজা ।
৯. আপন ভাগিনা ।
১০. দুধ বাবা ।
১১. দুধ ভাই ।
১২. শশুর ।
১৩. সৎ ছেলে ।
১৪. আপন মেয়ের জামাই । এছাড়াও  
যাদের সাথে সাক্ষাৎ জায়েজ-
১৫. সকল মহিলা ।
১৬. যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ।
১৭. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ।

(সূরা নিসা-২৩, নূর-৩১)

যে পোশাক সতর ঢাকতে অক্ষম

তিন ধরনের পোশাক নারী-পুরুষের সতর  
ঢাকতে অক্ষম ।

**[এক]** পরিমাপে ছোট পোশাক। অর্থাৎ পোশাক এত ছোট যে, তা পরিধান করলে নারী বা পুরুষের সতরের কোন অংশ খোলা থাকে।

**[দুই]** পাতলা পোশাক। অর্থাৎ পোশাক এত পাতলা বা মিহিন কাপড়ের হওয়া, যা দ্বারা শরীরের আকার আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

**[তিন]** আঁটসাঁট-টাইটফিট পোশাক। অর্থাৎ পোশাক এত টাইটফিট ভাবে শরীরে লেগে থাকে যে, শরীরের গঠন, আকৃতি এবং গোপনীয় অঙ্গগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।  
(আহকামে লিবাস পৃ: ৪৬)

## এ ধরনের পোশাকধারীরা উলঙ্গ

এ তিন ধরনের পোশাক তৈরী করা, বিক্রি করা, পরিধান করা সম্পূর্ণ হারাম এবং কবীরা গুনাহ। এ ধরনের পোশাকধারীদেরকে রাসূল সা. উলঙ্গ এবং জাহান্নামী আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেছেন-

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُّمِيلَاتٌ  
رُّءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ  
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا-

কিছু নারী পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও হবে উলঙ্গ। তারা নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও নিজেদের

প্রতি আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথার চুলের  
খোপা হবে উটের কুজের ন্যায়।

এসব নারীরা জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের  
কথা, জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ  
জান্নাতের সুঘ্রাণ হাজার হাজার মাইল দূর  
থেকে পাওয়া যাবে।

(সহীহ মুসলিম ২১২৮)

**[দুই]** বেশ ভূষায় সাজ-সজ্জা ও শোভা  
অর্জন (সুরা আরাফ, আয়াত নং ২৬)

সতর ঢাকার সমপরিমান পোশাক তো  
সর্বাবস্থায় ফরজে আইন। কিন্তু এতটুকু  
পোশাক লোক সমাজে রুচিপূর্ণ নয়। তাই  
অপচয় এবং অপব্যয় না করে মানানসই  
পোশাক পরিধান করা উচিত। যাতে  
বাহ্যিকভাবে নিজেকে সুন্দরও দেখা যায়।  
একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ عَلَيْكَ أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ  
وَكَرَامَتِهِ -

যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহর রহমত ও দানের নিদর্শন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

(আবু দাউদ-৪০৬৩, নাসাঈ-৫২২৪)

[তিন] পোশাকে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য না হওয়া

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ  
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ কিংবা সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই দলভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

(আবু দাউদ-৪০৩১)

ইচ্ছাকৃতভাবে বিধর্মীদের অনুকরণ করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। আর ইচ্ছা ছাড়া



বিধর্মীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা মাকরুহ  
এবং ঈমানী চেতনার পরিপন্থি।

(আহকামে লিবাস-৫৬)

**[চার]** পোশাক পরিধানে অহংকার না থাকা  
রাসূল সা. ইরশাদ করেন- এক ব্যক্তি  
চিত্তাকর্ষক পোশাক পরিধান করে  
অহংকারবশতঃ ঢুল আচড়াতে আচড়াতে  
পথ চলছিল; হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে  
মাটির নিচে ধবসিয়ে দিলেন। কিয়ামত  
পর্যন্ত সে এভাবে মাটির নিচে তলিয়ে যেতে  
থাকবে।

(সহীহুল বুখারী-৫৭৮৯, ৩৪৮৫)

**[পাঁচ]** পুরুষের পোশাক টাখনুর নিচে না  
হওয়া

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَسْفَلَ مِنَ  
الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- (পুরুষের)  
পোশাকের যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে  
তা জাহান্নামে যাবে।

(সহীহ বুখারী-৫৭৮৭)

বর্তমানে আমরা ইসলামী বিধানকে উপেক্ষা  
করে বিজাতিদের আদর্শ দ্বারা নিজেদেরকে  
সজ্জিত করছি। আমাদের সমাজে  
বিজাতিদের দুটি ফ্যাশন খুব বেশি দেখা  
যায়:

**[এক]** টাখনুর নিচে প্যান্ট, পায়জামা ও  
লুঙ্গী পরিধান করা।

**[দুই]** হাফপ্যান্ট পরা।

প্রথমটি তো জাহেলী যুগ থেকেই চলে  
আসছে। আর দ্বিতীয়টি বর্তমানের  
মানবরূপি শয়তানরা মুসলমানদেরকে উলঙ্গ  
করে জাহান্নামী বানানোর জন্য আবিষ্কার

করেছে। তাই আমাদের উচিত জাহান্নামের এ পথ পরিহার করে জান্নাতের পথে ফিরে আসা। জান্নাতের পথ নির্ধারণ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হাটু খোলা থাকে এমন পোশাক পরা হারাম। হাটু এবং টাখনুর মাঝ পর্যন্ত পোশাক পরা সুন্নত। টাখনুর উপর পর্যন্ত পোশাক জায়েজ। টাখনুর নীচ পর্যন্ত পোশাক পড়া হারাম।

**[ছয়] নারী পুরুষ একে অন্যের পোশাক পরিধান না করা**

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

রাসূলুল্লাহ সা. সে সকল পুরুষদের উপর লানত ও অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের

বেশ ধারণ করে এবং অভিশাপ করেছেন  
সে সকল নারীদের উপর, যারা পুরুষদের  
বেশ ধারণ করে।

[বুখারী - ৫৮৮৫]

অর্থাৎ যে ধরনের পোশাক পুরুষদের জন্য,  
তা নারীদের জন্য হারাম। আর যে ধরনের  
পোশাক নারীদের জন্য, তা পুরুষদের জন্য  
হারাম।

**[সাত]** পুরুষের পোশাক রেশমী না হওয়া

পুরুষের জন্য চার আঙ্গুল পরিমানের বেশী  
রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি নাই।  
কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ  
أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ.

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার হারাম এবং নারীদের জন্য তা হালাল।

(তিরমিযী-১৭২০, বুখারী-৫৮২৯, মুসলিম-২০৬৯)

**[আট]** পুরুষের পোশাক নিষিদ্ধ রঙের না হওয়া

পুরুষের জন্য ৪টি রঙের পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে [এক] জাফরান। [দুই] গাঢ় হলুদ [তিন] কুসুমি রঙ। [চার] গাঢ় লাল। এটি মাকরুহে তানযিহী এবং তাকওয়ার পরিপন্থি।

(বিস্তারিত দেখুন- বুখারী-৫৮৪৬, মুসলিম-২০৭৭, তিরমিযী-২৮০৭, সূত্র: আহকামে লিবাস, পৃ: ৭৩)

## পর্দার প্রয়োজনীয়তা

আজকের পৃথিবীর এই অশান্তি, অনিরাপত্তা, ইভটিজিং, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, হত্যা, আত্মহত্যা, বিষপান, এসিড নিক্ষেপ এবং তরুণ-তরুণীর অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো জঘন্য সকল পাপ কাজগুলো সংগঠিত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামী লেবাস-পোশাক এবং পর্দার বিধানকে উপেক্ষা করে বিধর্মীদের ফ্যাশনকে আকড়ে ধরা। তাই আসুন আমরা ইসলামী লেবাস-পোশাক এবং পর্দার বিধানকে মনে প্রাণে মেনে নেই। তাহলেই ইনশাআল্লাহ! পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে আসবে।

## নারী পুরুষের পর্দা

পৃথিবীর সব ধর্মের সব বিবেকবান মানুষ এ ব্যাপারে একমত যে, পুরুষের তুলনায়



নারীর সতর ও পর্দা বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ।  
কেননা সৃষ্টিগত ভাবেই নারীর গঠন  
আকৃতিতে যৌনাকর্ষণ বিদ্যমান।  
(মাআরিফুল হাদিস-৬/১৭০) তাই নারী-  
পুরুষের পর্দার মাঝেও ভিন্নতা রয়েছে।  
পুরুষের পর্দা সতর এবং চোখের। আর  
নারীর পর্দা চেহারা, হাতসহ পূর্ণ শরীরের।

(সূরা নূর-৩০ এবং ৬০, সূরা আহযাব-  
৫৯, তিরমিযী-১১৭৩)

**পর্দা নারীর সতীত্ব রক্ষার হাতিয়ার**

পর্দা নির্লজ্জতা দমন এবং সতীত্ব রক্ষার  
একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পর্দা নারীর  
জীবন। পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা  
ইরশাদ করেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى -

হে মুসলিম নারীরা! তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান কর। (আর যদি বাইরে যেতে হয় তাহলে) জাহিলী যুগের মত (পর পুরুষকে) সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বের হয়োনা।

(সূরা আহযাব-৩৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

(হে মুমিনগণ) যখন তোমরা (নবীর স্ত্রীগণের নিকট) কোন কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের অন্তরকে অধিক পবিত্র রাখার জন্য।

[সূরা আহযাব আয়াত-৫৩]

এ আয়াত নবীর স্ত্রীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা ছিলেন পবিত্রতম নারী।

আল্লাহ তাআলা নবীর স্ত্রী হিসাবে তাদেরকে মনোনীত করেছিলেন । তাদের ক্ষেত্রে যখন মুমিনদেরকে এরূপ পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রে এ বিধান আরো অনেক বেশি প্রযোজ্য ।

[পোশাক পর্দা ও দেহ সজ্জা-পৃ.২৭৭]

[তিন] আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا-

হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন (যখন তারা বাইরে যেতে চায়) তখন যেন তারা বড় চাদর দ্বারা (মুখসহ) নিজেদেরকে পরিপূর্ণ

ঢেকে নেয়। এ পন্থায় তাদেরকে সৎ চরিত্রবতী হিসেবে চিনতে সহজ হবে। তাদেরকে ইভটিজিং করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আহযাব-৫৯)

নারী সাহাবীয়াদের আমল

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ  
الْآيَةُ (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَافٍ) خَرَجَ  
نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَانَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ  
الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ

আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বলেন- যখন বর্ণিত আয়াত আবতীর্ণ হল, তখন থেকে আনসারী নারীগণ কালো কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে ঘর থেকে বের হতেন।

(আবু দাউদ-৪১০১)

আমাদের মা-বোনেরা কি পারবেন কুরআনের এ আয়াতের উপর নারী সাহাবীয়াদের মত আমল করতে? আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

### শরম ও লজ্জাশীলতা

শরম ও লজ্জা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। যে যতটুকু লজ্জাশীল হয় সমাজে সে ততটুকু মর্যাদাশীল হয়ে থাকে। মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠনে এর রয়েছে বিরাট প্রভাব। এটাই হল সেই গুণ, যা মানুষকে মন্দ কথা কাজ, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং ভালকাজে উৎসাহিত করে। আর পোশাকের মাধ্যমে লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম লজ্জার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করেছে আর নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার উপর কঠোর হুশিয়ারি

উচ্চারণ করেছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنًا جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

[এক] নবী সা. ইরশাদ করেন- লজ্জা এবং ঈমান উভয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এর কোনো একটি থেকে যদি চলে যায় তাহলে অন্যটি ও চলে যায়।

[শুআবুল ঈমান-৭৭২৭]

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ -

[দুই] নবী করীম সা. ইরশাদ করেন- লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা মন্দ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত, আর মন্দের স্থান জাহান্নাম।

[মুসনাদে আহমদ-১০৫১২]

অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার শাস্তি

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-



إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي  
الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ-

যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা  
এবং উলঙ্গপনার প্রচার প্রসার পছন্দ করে,  
তাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে যন্ত্রনাদায়ক  
শাস্তি রয়েছে।

[সূরা নূর-১৯]

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ  
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ وَالِدِيهِ، وَالْمَرْأَةُ  
الْمُتَرَجِّلَةُ - الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ -، وَالذَّيُّوتُ

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন- তিন ব্যক্তি  
জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের  
দিন আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে  
(রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

**এক.** পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। **দুই.**  
পুরুষের বেশধারণকারিনী নারী। **তিন.** যে

ব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা মেনে নেয়।

[মুসনাদে আহমদ-৬১৮০]

### পুরুষের পর্দা

পুরুষের পর্দা হচ্ছে তার সতর ঢেকে রাখা এবং হারাম বস্তু থেকে চোখকে বিরত রাখা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-

হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পস্থা। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

[সূরা নূর-৩০]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ -

রাসূল সা. ইরশাদ করেন (অবৈধ)  
দৃষ্টিপাতকারীর উপর আল্লাহর লানত-  
অভিশাপ এবং যার উপর দৃষ্টিপাত করা হয়  
তার উপরও ।

[বায়হাকী, সূত্র মাআরিফুল হাদীস-৩১৯]

দয়াময় আল্লাহ তাআলার ঘোষণা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ  
এসে গেছে, অতপর সে যদি বিরত হয়,  
তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই । আর  
তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে (অর্থাৎ  
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন) ।

আর যে ব্যক্তি পুনরায় সে কাজই করল,  
তো এরূপ লোক জাহান্নামী। আর তারা  
সেখানে চিরকাল থাকবে।

(সূরা বাকারা-২৭৫)

### পোশাক স্বাধীনতা নয় ; বরং ইবাদত

বর্তমান সময়ে অনেকে মনে করেন-  
পোশাক পরিধানে আমরা স্বাধীন। যেভাবে  
খুশি সেভাবেই পরিধান করবো। আমার  
পোশাক নিয়ে কারো নাক গলানোর  
আধিকার নাই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বিষয়টি  
এমন নয় বরং পোশাক পরিধান করা  
ইবাদত। আর সঠিকভাবে পোশাক পরিধান  
না করা গুনাহের কাজ। শুধু নিজের গুনাহ  
হবে এমন নয়; বরং যারা যারা অন্যের  
শরীরের সতরের কোন অংশ দেখবে  
তাদেরও কবীরা গুনাহ হবে।

ইসলাম পোশাকের বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজ করেছে। নির্দিষ্ট কোনো ধরনের পোশাক পরিধানে বাধ্য করেনি। রুচি এবং চাহিদার ওপর ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে ৮ টি মূলনীতি আমাদের উপর বেধে দিয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা ছোট্ট এই বইটিতে আমরা করেছি। সুতরাং পোশাকের ক্ষেত্রে আমরা একেবারে স্বাধীন, যেমন মনে চায় তেমন পোশাক পরিধান করব- এমন কথা আমাদের মুসলমানদের মুখে সাজে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ, এমন কথা পছন্দ করবেন না।

খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে, আমরা যারা জান্নাতের আশাবাদী নারী কিংবা পুরুষ, সকলকেই বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে হবে। তা ছাড়া আমাদের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নাই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! খুব  
ভালভাবে মনে রাখবেন! যে সকল ভাই ও  
বোনেরা অশ্লীল পোশাক পরিধান করে  
তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না,  
তাদেরকে হেনস্থা ও আপমান করবেন না।  
নম্র ও সুন্দর ভাষায় দাওয়াতের মাধ্যমে  
বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করবেন।  
ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উপকার হবে।  
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার  
তাওফিক দান করুন।

# আমীন।